4

আজকের কাগজ

তারিখ 04 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

ভর্তি সমস্যা ঃ হরিষে-বিষাদ

নানা বিতিকিচ্ছিরি ঘটনার জন্ম দিয়ে চার বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল বেরুলেও উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বেগ-আশংকা কমেনি। কারণ, পাস করার পরই তারা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পেরেছে, এবার কলেজে আসন না থাকার কারণে প্রায় ২ লাখ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারবে না। এক জরিপে জানা গেছে, এ বছর চারটি শিক্ষা বোর্ড থেকে পাস করেছে মোট ৪ লাখ ৯০ হাজার ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী। অন্যদিকে দেশের কলেজগুলোর উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীতে আসন রয়েছে ৩ লাখ ৩ হাজার ৯২৬টি। সরকারি-বেসরকারি কলেজ মিলে এই আসন সংকট হরিষে-বিষাদ হয়ে এসেছে বৈকি।

দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষ পাসের হার এবং আসন সংখ্যার সঙ্গে সমান্তরাল অবস্থা নিয়ে আদৌ কিছু ভাবেননি। অন্তত এই ভাবনাটি যদি তাদের সার্বিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত থাকতো তাহলে অন্তত দু' লাখের মতো আসনের সংকট দেখা দিতো না। উল্লেখ্য, এ বছর উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীতে দেশের কলেজসমূহে আসন সংখ্যা বাড়েনি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভর্তি সংকট সম্পর্কে কমবেশি অবহিত থাকলেও সরকারি কলেজে দ্বিতীয় শিফট চালু করার প্রয়াস নেননি। অথচ কয়েক মাস আগে ৩০টি সরকারি কলেজে দ্বিতীয় শিফট চালু করার প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফাইলবন্দী হয়ে আছে।

সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, কৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই ১ লাখ ৯০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এ অবস্থায় কি করবে? ইতিপূর্বেও আসন সংকট দেখা দিয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, এমনিতেই পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের ৪০ ভাগ নানা কারণে আর ভর্তি হয় না। বাকিরা ভর্তি হতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশা অবলম্বন করে। এবার যে হতাশার মাত্রা আরও বাড়বে তাতে সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথম বিভাগ পাওয়ার পরও মহানগরী ঢাকার কলেজগুলোতে ভর্তি হওয়া দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়াতে পারে। কয়েকটি নামী কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্যে স্টার মার্ক পাওয়া পরও কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। এমতাবস্থায় ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবক মহলে উদ্বেগ বৃদ্ধিই স্বাভাবিক। বলা দরকার, ইতিমধ্যেই দেশব্যাপী পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব, প্রশ্নপত্র ফাঁস, ফল বের হবার আগেই খাতা মুদির দোকানে চলে যাওয়া, দ্বৈত রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং ভর্তি সমস্যা নিয়ে উদ্বেগাকুল প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। অনেকেরই প্রশ্ন, উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে এ ধরনের পাস করার মানে কি? ব্যাপারটা এখন এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে, কাপড় অনুসারে কোট কাটা হয়নি, ফলে কোটটি তৈরি শেষ করা যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন, পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষা লাভের অধিকার গণতান্ত্রিক অধিকার। যেহেতু ভর্তির ব্যাপারে কোন বিধি নিষেধ নেই, সেহেতু ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির দায় সরকারকে কমবেশি বহন করতেই হবে। এ ক্ষেত্রে সরকার আগে ভাগেই সরকারি কলেজগুলোতে দ্বিতীয় শিফট চালুর ব্যবস্থা করতে পারতো এবং নতুন কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে পারতো। শিক্ষা লাভের ক্ষেত্র সৃষ্টি না করে যদি ক্রমাগত শিক্ষার্থী উদ্বৃত্ত হতে থাকে তাহলে 'শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার'-এই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধটি প্রতিষ্ঠা করা দুরূহ হয়ে পড়ে বৈকি। উপরন্তু শিক্ষার্থীসহ অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে হতাশ ভাব ক্রিয়াশীল হয়। যার প্রভাব পড়ে সমগ্র দেশের উপর। নিশ্চিত সেটি শুভ নয়। এ ব্যাপারে সরকার, শিক্ষামন্ত্রণালয়, বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং দেশের সুধীজন মিলে কার্যকরী পন্থা বের করবেন-এটাই সকলের কাম্য। আমরা চাই এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে অন্তত শিক্ষা লাভের ইচ্ছুক কাউকে বঞ্চিত না হতে হয়।